বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খণ্ড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১৪

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৮
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮
৬.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ২৯/১২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১২/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১১-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের অংশবিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসংঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ ২২/১২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৫/০৪/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩	৪
১.	নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২০,৬৮,৪০৯	৯-১০
২.	ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া এবং ল্যাব টেস্ট ফি আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৯৪,৭৫,৬৭৩	১১-১২
৩.	ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ অর্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।	৫৬,২৭,৩৬১	১৩-১৪
৪.	কাজের অগ্রগতি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২১,৫৭,৯৭৫	১৫-১৬
৫.	রোড কাটিং বাবদ প্রাপ্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।	৬৩,৫১,৭৪৪	১৭
৬.	সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ক্ষতি।	৪৫,৭৮,৪২৬	১৮
	মোট =	৪,০২,৫৯,৫৮৮	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

১. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর।
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ভোলা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বি-বাড়িয়া।
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম।
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ।
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গোপালগঞ্জ।
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শরীয়তপুর।
৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নারায়ণগঞ্জ।
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা।
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা।
১২. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া।
১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সিগঞ্জ।
১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর।
১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর।
১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা) এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়), এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
২০ প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ ২০১১-২০১৪ অর্থ বছর।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়ণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অর্জিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান ও আদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- সরকারি অর্থ পরিশোধে অধিকতর দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন না করা।
- টেন্ডার ডকুমেন্ট/চুক্তিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রতিবেদনে অর্ন্তভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- নিরীক্ষা আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০১।

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২০,৬৮,৪০৯ টাকা।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৪ টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের ২০১১-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-০৯-২০১৩ হতে ১০-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন সংক্রান্ত রেজিস্টার, বিল ভাউচারসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর কার্যালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩,৮০,৯৭০ টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ভোলা কার্যালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৮,৯৭,৫১৮ টাকা আয়কর বাবদ কম কর্তন করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বি-বাড়িয়া কার্যালয় কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামালের মূল্যসহ গ্রস বিলের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করে নীট বিলের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২,৩৯,৬৯১ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত মালামালের মূল্যসহ গ্রস বিলের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করে নীট বিলের উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩,৭৩,৬৬৩ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর কার্যালয় কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১,৭৬,৫৬৭ টাকা ভ্যাট বাবদ কম কর্তন করা হয়েছে।
- উক্ত ৪ টি কার্যালয় কর্তৃক ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সর্বমোট=(৩,৮০,৯৭০+৮,৯৭,৫১৮+২,৩৯,৬৯১+৩,৭৩,৬৬৩+১,৭৬,৫৬৭) = ২০,৬৮,৪০৯ টাকা কম কর্তন করে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে **[পরিশিষ্ট-০১(১-৫)]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং ২০১-আইন/২০১০/৫৫০ এর নির্ধারিত হার অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কম কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।

৩—

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। ভ্যাট ও আয়কর বাবদ অর্থ ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে কর্তনের বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর ২৬-২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ২৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৩-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০৬-২০১৪ খ্রিঃ হতে ৩০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের জবাব বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের উপর এ কার্যালয়ের মন্তব্যসহ জবাব বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বি-বাড়িয়া কার্যালয়ের কোন ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তি অনুযায়ী কম কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০২।

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া এবং ল্যাব টেস্ট ফি আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৯৪,৭৫,৬৭৩ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের ২০১১-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-০৯-২০১২ হতে ১০-১০-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া আদায় সংক্রান্ত নথি, ল্যাব টেস্ট ফি আদায় রেজিস্টার এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ২০১১-২০১২ আর্থিক বছরে ১৩,২৩,৬০৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গোপালগঞ্জ কার্যালয়ের ৫জন ঠিকাদারের বিল হতে বিভাগীয় যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ ২০১১-২০১২ আর্থিক বছরে ৯,০৪,৬০৩ টাকা কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের নিকট হতে রোলার ও ট্রলি ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ২০১১-২০১২ আর্থিক বছরে ৭,৩৮,০১৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শরীয়তপুর কার্যালয়ের ঠিকাদারের বিল হতে ২০১১-২০১২ আর্থিক বছরে ৬,৪৭,৫৫৪ টাকা রোড রোলার ভাড়া কম কর্তন করা হয়েছে। একই অফিসের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ঠিকাদারের কাজের বিল হতে ল্যাব টেস্ট ফি বাবদ ৩,২১,২০০ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় রোড রোলার ব্যবহারের জন্য ভাড়া অনাদায়ে ২০১১-২০১২ আর্থিক বছরে সরকারের ১,৭৯,৪০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা কার্যালয় কর্তৃক রোলার ভাড়া বাবদ ২০১২-২০১৩ আর্থিক বছরে ৩,৮৮,৯৮১ টাকা ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ভোলা কার্যালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ আর্থিক বছরে ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া কম আদায় করায় ৮,৪৭,১৫৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা কার্যালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ আর্থিক বছরে ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া বাবদ ২৩,০৭,৬৪৬ টাকা আদায় করা হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ভোলা কার্যালয় কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ আর্থিক বছরে ঠিকাদারের নিকট হতে রোলার ভাড়া কম আদায় করায় ১৮,১৭,৫১৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ফলে উক্ত ৮ টি কার্যালয় কর্তৃক রোলার ভাড়া এবং এর মধ্যে ০১টি কার্যালয়ের ল্যাব টেস্ট ফি বাবদ সর্বমোট = (১৩,২৩,৬০৩+৯,০৪,৬০৩+৭,৩৮,০১৯+৬,৪৭,৫৫৪+৩,২১,২০০+১,৭৯,৪০০+৩,৮৮,৯৮১+৮,৪৭,১৫৪+২৩,০৭,৬৪৬+ ১৮,১৭,৫১৩) = ৯৪,৭৫,৬৭৩ টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [**পরিশিষ্ট-০২(১-৯)**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- এলজিইডি/স্মারক নং-১৪৭০, তারিখ ২১-১০-২০০২ মোতাবেক বিলে সম্পাদিত কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে ও ব্যবহৃত বিল হিসেবে দৈনিক ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি ভাড়া পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণপূর্বক যে হিসাব বেশী প্রদেয় হবে তা বিল হতে কর্তন করতে হবে।
- সিপিডব্লিউএ কোডের প্যারা-১৭৭ (এ) অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসৃত হয়নি।

ফলাফল ঃ

- রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কেননা ঠিকাদারের বিল হতে উক্ত রোলার ভাড়া এবং ল্যাব টেস্ট ফি আদায় না করায় সরকারের উক্ত অর্থ ক্ষতি হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৬-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ২৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৭-০৮-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কার্যালয়ের জবাব বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের উপর এ কার্যালয়ের মন্তব্যসহ জবাব বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত রোলার ভাড়া এবং ল্যাব টেস্ট ফি বাবদ অনাদায়ী অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাদানপূর্বক প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৩।

শিরোনাম ঃ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ অর্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার ৫৬,২৭,৩৬১ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৫টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের ২০১১-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০৯-২০১৩ হতে ০৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ব্যাংক বিবরণীসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এত দেখা যায় যে,
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ কার্যালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদের ১৮,১৮,৩৮৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া কার্যালয় কর্তৃক বেসরকারি ব্যাংক হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অর্জিত সুদ বাবদ ১৯,০৪,২৮৭ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সীগঞ্জ কার্যালয় কর্তৃক ব্যাংক হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রাপ্ত সুদ বাবদ ৭,০২,৪৩৩ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বি-বাড়িয়া কার্যালয় কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সুদ বাবদ প্রাপ্ত ১০,৬১,৭১০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রংপুর কার্যালয় কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সুদ বাবদ প্রাপ্ত ১,৪০,৫৪৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- উক্ত ৫টি কার্যালয় কর্তৃক ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ সর্বমোট = (১৮,১৮,৩৮৬+১৯,০৪,২৮৭+৭,০২,৪৩৩+১০,৬১,৭১০+১,৪০,৫৪৫) = ৫৬,২৭,৩৬১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে [**পরিশিষ্ট-০৩ (১-৫)**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বাংলাদেশ ট্রেজারী রুলস ৭ (১) ধারা এবং জিএফআর বিধি-২৫ মোতাবেক সরকারের রাজস্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত সুদ বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কার্যালয়ের জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। কেননা, কাজগুলো সম্পন্ন করার জন্য পূর্বেই বাজেট বরাদ্দ ছিল। সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য এবং তা জমা না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২২-০৫-২০০৪ খ্রিঃ হতে ২৬-০৫-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-০৬-২০১৪ খ্রিঃ ও ২৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের জবাবের উপর মন্ত্রণালয়ের জবাব বিভিন্ন তারিখে পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের উপর এ কার্যালয়ের মন্তব্যসহ জবাব বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক জমার প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৪।

শিরোনাম ঃ কাজের অগ্রগতি শূন্য হওয়া সত্ত্বেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের ১,২১,৫৭,৯৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৪টি প্রকল্প পরিচালক কার্যালয়ের ২০১০-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১০-০৯-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৮-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও প্রাসংগিক অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা) এর কাজের অগ্রগতি ০% থাকা সত্ত্বেও ঠিকাদারের ঠিকাচুক্তি বাতিলসহ পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৩৭,৭৫,৭১১ টাকা বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়), সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার দীর্ঘদিন কাজ শুরু না করে ফেলে রাখা সত্ত্বেও দরপত্রের শর্ত মোতাবেক কার্যাদেশ বাতিলসহ পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সরকারের ৩০,৯১,৯০৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর ঠিকাদারগণ কাজ শেষ করার নির্ধারিত সময় সীমার ৬ মাস পরেও কাজ আরম্ভ না করায় বিধি মোতাবেক পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ২০১০-২০১২ অর্থ বছরে সরকারের ২৭,০০,৪৬০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- প্রকল্প পরিচালক, উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২টি কাজ ১ বছরের অধিককাল অতিবাহিত হলে কাজের ভৌত অগ্রগতি ০% হওয়া সত্ত্বেও বিধি মোতাবেক ঠিকাদারের পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করে ২০১০-২০১২ অর্থ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের ২৫,৮৯,৯০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৪টি কার্যালয়ের মোট ক্ষতির পরিমাণ (৩৭,৭৫,৭১১+৩০,৯১,৯০৪+২৭,০০,৪৬০+২৫,৮৯,৯০০) = ১,২১,৫৭,৯৭৫ টাকা [**পরিশিষ্ট-০৪ (১-৪)**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(২৭) ও চুক্তিপত্রের সাধারণ শর্তাবলীর জিসিসি ৩৫(১) মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ঠিকাদার কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে কার্যাদেশ বাতিল পূর্বক পারফরমেন্স সিকিউরিটি ও নিরাপত্তা জামানত বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনাপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নথিপত্র পর্যালোচনা করে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৮-০১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, উপজেলা/ইউনিয়ন সড়ক এর জবাব বিভিন্ন তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি। প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তি অনুযায়ী পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৫।

শিরোনাম ঃ রোড কাটিং বাবদ প্রাপ্ত ৬৩,৫১,৭৪৪ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তরের আওতাধীন ২টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২৬-০৯-২০১২ থেকে ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গ্যাস লাইন ও টেলিফোন ক্যাবলস স্থাপন এর ক্যাশবহি, ব্যাংক বিবরণীসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের রোড কাটিং বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে উত্তরা ব্যাংক লিঃ মুন্সীগঞ্জ শাখা, সঞ্চয়ী হিসাব নং-৭৫৩৪ এ জমা রাখা হয়েছে ফলে সরকার ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬২,৪০,৬৫৭ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের মোবাইল কোম্পানীসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক এলজিইডি'র রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বেসিক ব্যাংকে জমা করা হয়েছে। যা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সরকারি খাতে জমাযোগ্য ছিল। ফলে সরকারের ১,১১০৮৭ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।

- অর্থাৎ এক্ষেত্রে ২টি কার্যালয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ (৬২,৪০,৬৫৭+১,১১,০৮৭)=৬৩,৫১,৭৪৪ টাকা [**পরিশিষ্ট-০৫(১-২)**]।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭(এ) নং প্যারা এবং ট্রেজারী রোলস ৭(১) বিধান অনুযায়ী সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তির সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

ফলাফল ঃ

- রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- রোড কাটিং এর উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি, কারণ যে কোন রাজস্ব পাওয়া মাত্র কাল বিলম্ব না করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৭-০৬-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১৬-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ১০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ এবং ০৪-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-০৯-২০১৩ এবং ৩১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।

- উল্লেখ্য যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সীগঞ্জ কার্যালয়ের গত ২৪-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। উক্ত জবাবের উপর এ কার্যালয়ের মন্তব্যসহ ২৯-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত রোড কাটিং বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৬।

শিরোনাম ঃ সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ৪৫,৭৮,৪২৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন ২টি নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের ২০১১-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাব ১১-১০-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৬-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সিডিউল বিক্রয় সংক্রান্ত মানি রিসিট, রেজিস্টার, চালান, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, পে-অর্ডারসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর কার্যালয়ের নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং-১৪/২০১১-১২, ১৫-১৮/২০১১-১২ এর বিপরীতে সিডিউল বিক্রয়ের সময় পে-অর্ডার গ্রহণ করা হয়। পে-অর্ডারসমূহ ক্যাশ হওয়ার সাথে সরকারি রাজস্ব খাতে জমাযোগ্য হলেও সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে সঞ্চয়ী হিসাব নম্বরে ধরে রাখা হয়েছে। ফলে সরকার ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৪১,০৩,৫৫২ টাকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, পুঠিয়া রাজশাহী কার্যালয়ের টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারি জমা না করে উপজেলা পরিষদের চলতি হিসাব নং-৭৬৯-এ জমা প্রদান করা হয়। ফলে সরকার ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৪,৭৪,৮৭৪ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- অর্থাৎ এক্ষেত্রে ০২টি কার্যালয়ে মোট ক্ষতির পরিমাণ = (৪১,০৩,৫৫২+৪,৭৪,৮৭৪) = ৪৫,৭৮,৪২৬ টাকা। **[পরিশিষ্ট-০৬ (১-২)]**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিটিআর ১ম খন্ডের ৭ (১) এবং সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের প্যারা ৪৮,৫০,৬৬ ও ৭৫ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব বা বিভাগীয় প্রাপ্তি কাল বিলম্ব না করে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে। যা পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফল ঃ

- রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এলজিইডি, মাদারীপুর কার্যালয় হতে জানানো হয় যে, ব্যাংক জমাকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৭-০২-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ এবং ২০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত সিডিউল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)

মহাপরিচালক

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/২০১৮-২৩৬০কম/এ—৭১৩ বই, ২০১৭।